গোপনীয়

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর - ১৭.০০.০০০০.০০৯.৭৩.০০৪.২৩-১২১

তারিখ: ০৩ চৈত্র ১৪৩১ / ১৭ মার্চ ২০২৫

বিষয়: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কতিপয় সুপারিশের বিপরীতে নির্বাচন কমিশনের মতামত/অভিমত প্রেরণ।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কতিপয় সুপারিশের বিপরীতে নির্বাচন কমিশনের মতামত/অভিমত সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

(আখতার আহমেদ)
সিনিয়র সচিব

প্রাপক:
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

নম্বর - ১৭.০০.০০০০.০০৯.৭৩.০০৪.২৩-১২১

তারিখ: ০৩ চৈত্র ১৪৩১ / ১৭ মার্চ ২০২৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এঁর একান্ত সচিব (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫-৮.নির্বাচন কমিশনারগণের একান্ত সচিবগণ (মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণের সদয় অবগতির জন্য)।

(আখতার আহমেদ)
সিনিয়র সচিব

d:\work file\1-mahfuj-2023\others ministry soft copy\others ministry letter-2024.docx

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

CamScanner

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কতিপয় সুপারিশের বিপরীতে নির্বাচন কমিশনের মতামত/অভিমত

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
১.	সারসংক্ষেপ (সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ) **১.০ নির্বাচন কমিশন** **১.৩ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব** (ক) জাতীয় নির্বাচন শেষ হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে, ফলাফল গেজেটে প্রকাশের পুর্বে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে 'সার্টিফাই' করে তা গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের বিধান করা।	(১) অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা। কমিশন সন্তুষ্ট হয়েই গেজেট প্রকাশ করে। (২) প্রিজাইডিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারকে আইনুযায়ী সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া আছে। তাঁদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই গেজেট প্রকাশ করা হয়। EC এর কাছে অন্য কোন আইনানুগ মাধ্যম নেই যার ভিত্তিতে প্রত্যয়ন দেয়া যাবে। (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৯ অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসারগণ ভোট গণনার পর গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রার্থী(গণ) নির্বাচিত হয়েছেন মর্মে ঘোষণা করেন। রিটার্নিং অফিসারগণের অনুরূপ গণবিজ্ঞপ্তিসহ অন্যান্য প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গেজেট প্রকাশ করা হয়। কাজেই রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক অনুরূপ গণবিজ্ঞপ্তির প্রকাশের পর নতুন করে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে 'সার্টিফাই' করে তা গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের বিধান করা অযৌক্তিক। (৪) যদি কোন প্রিজাইডিং অফিসার বা রিটার্নিং অফিসার অন্যায় করে বা অন্যায়ের আশ্রয় নেয় মর্মে কমিশনের কাছে প্রতীয়মান হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা কমিশনের আছে।
	(খ) নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো রাজনৈতিক দল সংক্ষুব্ধ হলে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে অভিযোগ করা সুযোগ সৃষ্টির বিধান করা। কমিশন/আদালত কর্তৃক সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান করা।	অনুরূপ বিধান করা হলে পরাজিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনকে অহেতুক প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৯ অনুযায়ী নির্বাচনের সুষ্ঠুতা চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল (হাইকোর্ট) এর নিকট দরখাস্ত করার বিধান বিদ্যমান থাকায় অনুরূপ বিধান করা অপ্রয়োজনীয়।

CamScanner

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
	(চ) কমিশন কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাদের নির্বাচনী ও পোলিং এজেন্টদের সুরক্ষা প্রদানের বিধান করা।	নির্বাচন কমিশন পুলিশ এবং প্রশাসনের মাধ্যমেই এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। কেউ নিরাপত্তা হুমকি বোধ করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সহায়তা চাইতে পারে। তবে, নির্বাচন চলাকালীন কেন্দ্রে এজেন্টের নিরাপত্তা বিধানে কমিশনের অধিকতর সর্তকতা অবলম্বন করা জরুরি বলে কমিশন মনে করে।
	(ছ) আউয়াল কমিশন ২০২৩ সালের যেসব বিতর্কিত রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান করেছে, যথাযথ তদন্তসাপেক্ষে, সেগুলো নিবন্ধন বাতিল করা।	একটি বছর ধরে করলে পক্ষপাতদুষ্ট মনে হতে পারে; তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও উপাত্ত থাকলে ভিন্ন কথা।
	১.৪ নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা (ক) নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের (যদি না হয়, তাহলে বিদ্যমান সংসদের অনুরূপ) স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা। (সংসদীয় কমিটি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবে।)	(১) এটি সংসদীয় কমিটির কাজ নয়; এটি একটি নির্বাহী কাজ। (২) এতে করে উদ্দেশ্যমূলক প্রভাব বাড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। (৩) কাজের ধাপ এবং সময় বাড়বে বৈ কমবে না। (৪) সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা যেতে পারে।
	(গ) সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা।	(১) এই সুপারিশের ফলাফল খারাপ হবে কারণ 'ব্যর্থ' শব্দটির বিবরণ/ ব্যাখ্যা আপেক্ষিক। (২) কমিশন সমূহ 'প্রতিহিংসার' আশংকায় শক্ত অবস্থান নিতে পারবে না। (৩) অনুরূপ বিধান স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করবে। কমিশন সমূহ 'প্রতিহিংসার' আশংকায় শক্ত অবস্থান নিতে পারবে না। নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ কালে কমিশনার কর্তৃক শপথ ভঙ্গপূর্বক সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের সুযোগ রয়েছে। কোনো নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা তথ্য তার কর্তৃক সংঘঠিত অপকর্মের কারণে মেয়াদ শেষে The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫ ধারায় বর্ণিত 'Criminal Misconduct' এর অপরাধে মামলা করা বিধান বিদ্যমান থাকায় প্রস্তাবিত বিধান প্রবর্তন করা মোটেও যৌক্তিক নয়।
	(ঘ) আরপিও'র ৯০(ক) ধারা সংশোধনপূর্বক নির্বাচনী অপরাধের মামলা দায়েরের সময়সীমা রহিত করা।	মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেবে যা রাজনৈতিক হয়রানী বৃদ্ধি করবে।

CamScanner

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
	১.৫ রিটার্নিং কর্মকর্তা/সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কমিশনের কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে প্রশাসনসহ অন্য ক্যাডার থেকে নিয়োগ করা।	ইসির বিবেচনা অনুযায়ী সক্ষমতা ও সিনিয়রিটির ভিত্তিতে অগ্রাধিকারক্রমে অনুশীলন করতে হবে।
	১.৭ নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি (ম) নির্বাচন-সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম কমিশনের যৌথ সিদ্ধান্তে পরিচালিত করা বিধান করা।	সকল বিষয়ে কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত পরিচালিত করা যৌক্তিক ও বাস্তব সম্মত।
২.	**২.০ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা** (ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন সম্পন্ন করা।	এত কম সময়ে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে না বলে ইসি মনে করে। অতীতের অভিজ্ঞতায় ধাপে ধাপে স্থানীয় সরকার-এর সব নির্বাচন সম্পন্ন করতে গড়ে প্রায় ০১ (এক) বছর সময় লেগেছে।
৩.	**৫.০ সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ** (শ) ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠন করা ।	(১) এটি নির্বাচন কমিশনের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব; এটি সরিয়ে নিলে কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতা খর্ব করা হবে। (২) নির্বাচন কমিশন নিজেই স্বাধীন সত্তা। (৩) নির্বাচন কমিশন দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ দশকে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক মেমোরি (Institutional Memory) অর্জন করেছে। (৪) সীমানা নির্ধারণে বহুবিধ বিষয় বিবেচনায় নিতে হয় এবং গণশুনানী করতে হয়। এ কাজে নির্বাচন কমিশনই যৌক্তিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। (৫) অযথা সময়ক্ষেপন হবে এবং জটিলতা তৈরি করবে। (৬) একটি কার্যকরী প্রথা (effective norm) কে ব্যাহত করা হবে। (৭) আলাদা বাজেট এবং সাংগঠনিক কাঠামো গঠনে সরকারের ব্যায় বাড়বে।

CamScanner

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
	পরিশিষ্ট-৬ **জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২৫ (প্রস্তাবিত খসড়া)** **৬। আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ পদ্ধতি-** ২(ঘ) পার্বত্য এলাকার তিন জেলাকে তিনটি সুরক্ষিত সংসদীয় আসন (protected constituency) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যান্য জেলায় যেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাস আছে সেক্ষেত্রে ঐ নৃ-গোষ্ঠীকে বিভক্ত না করে অর্থাৎ একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে একই সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ২(ঙ) মেহেরপুর, পিরোজপুরসহ ছোট জেলাগুলোর জনসংখ্য বিবেচনায় নিয়ে একটি আলাদা জনসংখ্যা কোটা (smaller district populatin quota) বিবেচনা করে +-১০% এর অধিক বিচ্যুতি না করে ঐসব জেলার সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। ২(চ) বৃহত্তর জেলার জনসংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে একটি আলাদা জনসংখ্যা কোটা (greater district population quota) বিবেচনা করে +- ১০ এর অধিক বিচ্যুতি নি করে ঐসব জেলার সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। তবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এ বিচ্যুতি ১৫% এর অধিক করা যাবে না।	(১) যোক্তিক না; কারণ, দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কাছ থেকেও সংরক্ষিত আসনের দাবী আসতে পারে। (২) বাস্তবসম্মত নয়; অনেক বেশি সংখ্যক আসনের সীমানা কাঁটা-ছেঁড়া করতে হবে; সংখ্যাটি ২০০ ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমেয়। (৩) এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব বিঘ্নিত হবে। ক্রমাগতভাবে শহর এলাকায় আসন সংখ্যা বাড়তে থাকবে। (৪) প্রশাসন ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের সাথে এই ধারণা সাংঘর্ষিক। (৫) কমিশন মনে করে ভৌগোলিক অবস্থা ও অবস্থান এবং জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা, প্রশাসনিক সুবিধা ও বাউন্ডারী বিবেচনায় আসন বিন্যাস হওয়া যৌক্তিক। এ ক্ষেত্রে ভোটার সংখ্যায় 'যতদূর সম্ভব' সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করতে হবে।
	৭.০ জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকা **৭.১ জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা** (জ) সারাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনআইডি সংক্রান্ত সকল সেবা সুচারুরূপে সম্পন্নের নিমিত্তে দেশের বৃহত্তম জাতীয় তথ্য ভান্ডারের নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন, আপগ্রেডেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিবর্তে আগামী সাত বছরের মধ্যে জাতীয় নাগরিক ডেটা কমিশন (National Citizen Data Commission) নামে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সংবিধিবদ্ধ কমিশন গঠন করা, যার দায়িত্ব হবে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও বিতরণ। এই সংস্থার অর্গানোগ্রাম ও জনবল কাঠামো নির্ণয়ে একটি আন্তর্জাতিক অডিট ফার্মের	(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য **"ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত "** এবং ভোটার তালিকা আইন ২০০৯ এর ধারা ১১ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তদনুযায়ী সার্বক্ষণিকভাবে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম চালুসহ ভোটার ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এই ডাটাবেজ ব্যবহার করেই নিবন্ধিত ভোটারগণকে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID Card) প্রদান করা হয়। ভোটার তালিকা সম্বলিত জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেজ অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে তা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতাও খর্ব করবে।

CamScanner

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
	মধ্যমে নিরীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা । এ কমিশন পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকবে। (ঙ) ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত জাতীয় নাগরিক ডেটা কমিশনের কার্যক্রমের পরিধি আরও বিস্তৃতি করে বর্তমানে প্রচলিত কিছু সার্ভিস, যেমন Birth and Death Registration Information System (BDRIS) এবং Civil registration and Vial Statistics (CRVS) এতে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি কার্যক্রমের নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়, তাদেরকে জাতীয় নাগরিক ডেটা কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা। (চ) বর্তমানে পরিচালিত সম্পূর্ণ এনআইডি সিস্টেমকে তথা সংশ্লিষ্ট ডাটা সেন্টার, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার/ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, ডাটাবেস, ক্রেডেনশিয়ালস্ (Credentials) ইত্যাদি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাবিত জাতীয় নাগরিক ডাটা কমিশনের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। প্রস্তাবিত আধুনিক আইডেন্টিটি সিস্টেমের জন্য একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	(খ) বর্তমানে ১৮৬টি সংস্থা যথা- বাংলাদেশ পুলিশ (র‍্যাব, সিআইডি, পিবিআই), বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন বিদ্যমান ডাটাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ/যাচাই সেবা গ্রহণ করে থাকে। এই তথ্য সংগ্রহ/যাচাই সেবা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ-সরাসরি রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রাহক পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ/যাচাই সেবার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া কাম্য। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম, বিবাহ-তালাক সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য, ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিতদের প্রাসংগিক তথ্য, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যসহ প্রাসংগিক বিভিন্ন তথ্য, জাতীয় পরিচপত্রের ন্যায় ভোটার তালিকার তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত করা সময়ের দাবী। জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য ভান্ডারের এহেন সম্প্রসারণ নাগরিক সেবার ক্ষেত্র বর্ধিত করবে। পাশাপাশি, তথ্য সংরক্ষণ এবং ডাটাবেইজের গুণগতমান উন্নত করবে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের জনবল কাঠামোতে কর্মরত দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দের অধিকাংশ কর্মহীন হয়ে পড়বে। উপরন্তু আলাদা সাংগঠনিক কাঠামোর ব্যায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে।
৪.	**৮.০ জাতীয় সংসদ নির্বাচন** **৮.১ প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা** (ছ) কোনো আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসেবে ঘোষিত ব্যক্তিদের প্রার্থী হওয়ার থেকে বিরত রাখা।	অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে।
	(ঘ) বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে আসীন ব্যক্তিদের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ওই পদ থেকে তিন বছর আগে অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আরপিও'র ধারা বাতিল করা	বিদেশী সহায়তা/ফান্ড প্রাপ্ত এনজিও-এর ক্ষেত্রে বর্তমান নিয়ম (অবসর/অব্যহতি থেকে ৩বছর) বজায় রাখা জরুরি।
৫.	**৮.২ মনোনয়নপত্র** (ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আইনি হেফাজতে থাকা ব্যতীত সকল প্রার্থীর সশরীরে মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তৈরি করা।	(১) স্বশরীরে এবং অনলাইনে তথা উভয় মাধ্যমেই জমা দেওয়ার সুযোগ রাখা। (২) শুধু স্বশরীরে জমার ব্যবস্থা হলে ২০১৪ এর মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

CamScanner

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
৬.	**১২. নির্বাচনি অপরাধ** গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯০ ধারায় ৭৩ ও ৭৪ ধারার অধীনে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা শিথিল করা। (ঙ) ২০১৮ সালের জালিয়াতির নির্বাচনের দায় নিরূপণের জন্য একটি 'বিশেষ তদন্ত কমিশন' গঠন করা। অন্যান্য সাম্প্রতিক বিতর্কিত নির্বাচনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকেও এ তদন্তের আওতায় আনা যেতে পারে।	১। অহেতুক সময় ক্ষেপন হবে। ২। উল্লেখ্য যে, যেকোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির রীট করার সুযোগ বিদ্যমান। শুধুমাত্র ২০১৮ সালের নির্বাচনকে পর্যালোচনা ও দায় নির্ধারণ করা হলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে।
৭.	**১৮.০ স্থানীয় সরকার নির্বাচনঃ** (খ) জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।	জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত হবে।
৮.	**পরিশিষ্ট-১** **নির্বাচন কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫। (প্রস্তাবিত খসড়া)** **ধারা ১০- আর্থিক স্বাধীনতা** **(ক)** কমিশনারদের পারিশ্রমিক এবং কমিশনের আওতাধীন দপ্তরসমূহের ব্যয় ছাড়াও কমিশনের নির্বাচন-সংক্রান্ত ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের উপর যুক্ত হইবে। কমিশন প্রতি অর্থ বৎসরে সংসদীয় কমিটির (প্রস্তাবিত) নিকট কমিশনের ব্যয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ চাইবেন। সংসদীয় কমিটি উক্ত প্রস্তাব অনুয়ায়ী কমিশনের অনুকূলে বাজেটের নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (আর্থিক স্বাধীনতা) সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে কমিশনের ব্যয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ চাওয়া এবং সংসদীয় কমিটি কর্তৃক বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	(ক) এটি সংসদীয় কমিটির কাজ নয় এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনও সংসদীয় কমিটির উপর নির্ভরশীল নয়। খ) জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রিতা বাড়বে। (গ) সংসদীয় কমিটির উপর নির্ভরশীলতা তৈরি হবে যা কমিশনের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করবে।
	ধারা ১২- কমিশন কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ (ক) কমিশন সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দিলে অথবা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যে কারো অনধিকার হস্তক্ষেপ বা সরকার কর্তৃক অষ্ট্রীয় জনবল ও সম্পদের যথোনা ব্যবহার সত্ত্বেও যা নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীরদের অপরাধসমূহ আমলে না নিলে বা কোনোরূপ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে বা বাদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে তাহা অপরাধ বালিয়া গণ্য হইবে।	(১) প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার এর নিয়োগ পদ্ধতির উল্লেখসহ ১২ ধারায় 'কমিশন কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ' নামে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ যুক্ত করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব পালন কালে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দিলে ১২ ধারায় বর্ণিত অপরাধে অপরাধী হবেন এবং ১৩ ধারা মোতাবেক সর্বোচ্চ

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
	(ঘ) নির্বাচন কমিশন আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)-এর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইলে অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (ণ) মেয়াদকালীন ও মেয়াদপূর্তির পর কোনো কমিশনারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক দায়িত্বপালনে ব্যর্থতা এবং শপথ ভঙ্গের অভিযোগ উঠলে সংসদীয় কমিটি (নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত) তদন্ত করিয়া প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ অ্যাটর্নি জেনারেলে নিকট প্রেরণ করিবে।	২০ বছর বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের জন্য আচরণবিধি, ২০২৫ নামে একটি খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় বর্ণিত কোন আচরণ (বিধান) লঙ্ঘন করা হলে উহা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে। আচরণ বিধিমালাকে প্রস্তাবিত আইনের অংশ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ১২ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের জন্য আচরণবিধি, ২০২৫ এর অনুচ্ছেদ (১৫) একত্রে পাঠ করলে ইহা অনুমেয় হয় যে প্রস্তাবিত আচরণ বিধির কোন বিধান লঙ্ঘিত হলে উহা ১২ ধারায় বর্ণিত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
	ধারা-১৩ শাস্তি ধারা-১২ এ উল্লেখিত অপরাধের জন্য অনধিক ২০ বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড।	(২) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিসহ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আচরণ বিধিমালা রয়েছে। আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা অসদাচরণ। অসদাচরণের অভিযোগে একজন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং একজন নির্বাচন কমিশনার বা বিচারপতির ক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এর মাধ্যমে তদন্তপূর্বক তার অপসারণের ব্যবস্থা রয়েছে যা Civil Action হিসেবে গণ্য। তবে সরকারি কর্মচারী (Public Servant) কর্তৃক দায়িত্ব পালন কালে ঘুষ বা মূল্যবান বস্তু গ্রহণ করা, অর্থ আত্মসাৎ করা বা ক্ষমতার অপব্যবহার করতঃ আর্থিক সুবিধা অর্জন ইত্যাদি 'অপরাধজনক অসদাচরণ' (Criminal misconduct) হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলশ্রুতিতে কর্মে নিযুক্ত থাকাকালে বা অবসর পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাংবিধানিক পদধারীসহ সকল স্তরের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫ ধারায় বর্ণিত Criminal Misconduct এর অপরাধে ফৌজদারী মামলা দায়েরের বিধান রয়েছে। বহু বৎসর যাবত বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সবগুলো রাষ্ট্রে একই বিধান বিদ্যমান আছে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে দেশের অন্যান্য সাংবিধানিক পদধারীদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় কোনো নতুন আইন সৃষ্টি না করে শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে শাস্তিযোগ্য অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের সুপারিশ স্বাধীন সত্তা হিসেবে নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা ও ভাবমুর্তি জনসম্মুখে হেয় পতিপন্ন করবে- যা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় সহায়ক নয়। অতএব, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত নির্বাচন কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ হতে ধারা ১২ ও ১৩ বাদ দেয়া যৌক্তিক।

CamScanner

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
		(৩) সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে 'তদন্ত' ও 'সুপারিশ' এর বিধান রাখলে তা নির্বাচন কমিশনের উপর রাজনৈতিক প্রভাবকে (নৈতিক ও অনৈতিক) প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিবে। (৪) সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। মেয়াদকালীন সময়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার বিধান সংবিধানে দেয়া আছে। [অনুচ্ছেদ ১১৮(৫); বাংলাদেশ সংবিধান] (৫) 'সংসদীয় কমিটির সুপারিশ এটর্নী জেনারেলের কাছে প্রেরণ করবে' বলতে কি বোঝানো হয়েছে এবং তৎপরবর্তী কার্যক্রম কি হবে, তা স্পষ্ট নয়। (৬) নির্বাচন কমিশনের মনোবল নষ্ট করবে এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে আড়ষ্ঠ করবে। উল্লেখ্য যে, সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এ ধরনের শাস্তির বিধান ভয়ংকর পরিনতি বয়ে আনতে পারে। (৭) আইন (যার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্পষ্ট নয়) এবং আচরণ বিধির কোন কোন অংশ ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত বিধান সৎ এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তিদেরকেও প্রতিহিংসামূলকভাবে শায়েস্তা করার ক্ষেত্র তৈরি করবে।
	পরিশিষ্ট-২ **প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের জন্য প্রস্তাবিত আচরণবিধি, ২০২৫ (প্রস্তাবিত নতুন বিধিমালা)** **ধারা-৬** সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে কঠোর স্বাধীনতা বজায় রাখবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নিজেদেরকে প্রশ্ন করবেন- এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনোরকম পক্ষপাতিত্বের উপাদান আছে কিনা? বাহ্যিক যে কোনো ধরনের প্রভাব বা প্রভাবের প্রচেষ্ট প্রত্যাখান করবেন এবং এ সম্পর্কে প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটির কাছে রিপোর্ট করবেন।	(১) এর মাধ্যমে কার্যত: সংসদীয় কমিটিকে নির্বাচন কমিশনের রিপোর্টিং অথরিটিতে পরিনত করা হবে। (২) 'প্রভাব বা প্রভাবের প্রচেষ্টা' একটি আপেক্ষিক বিষয়। (৩) 'যেকোন বিষয়' রিপোর্ট করার ফলে তিক্ততা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে । নির্বাচন কমিশন নিজস্ব প্রজ্ঞা ব্যবহার করে সম্যক যে কোন প্রভাব কাটাতে ও ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। প্রয়োজনে যে কোন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ/পত্রালাপ করা যেতেই পারে । এ জন্য আলাদা করে আইনের প্রয়োজন নাই।
	ধারা-৮ দেশে বা বিদেশে কোনো রাজনৈতিক কমকাণ্ডে জড়িত থাকবেন না। অধিকন্তু নির্বাচন রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। এমন কোন বিষয়ে প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক মতামত করা থেকে বিরত থাকবেন।	নির্বাচন কমিশন একটি 'quasi judicial' প্রতিষ্ঠান হলেও এর সকল কার্যক্রম রাজনীতি সংশ্লিষ্ট। সঙ্গত কারণেই কমিশনের অনেক সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যের রাজনৈতিক প্রভাব থাকা ও ব্যাখ্যা করা অস্বাভাবিক নয়। এ ক্ষেত্রে কারো মনপুত: না হলে আচরণবিধির এই ধারা বিতর্ক তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করবে।

CamScanner

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
	ধারা-১১ সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যে তিনি জনসাধারণের নজরে আছেন এবং তাঁর দ্বারা এমন কোনো কাজ বা অবহেলা করা উচিত নয় যা তাঁর পদ এবং সেই পদের অপব্যবহার তাঁর মর্যাদার পরিপন্থি হয়। তাঁরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত করবেন যে, তাঁদের আচরণ যুক্তিসংগত পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।	'যুক্তিসংগত পর্যবেক্ষেক'এর একটি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য ও আইনী সংজ্ঞা জরুরী।
	ধারা-১৫ উপরোক্ত আচরণবিধি প্রধান নির্বাচন কমিশনার/নির্বাচন কমিশনারের জন্য অনুসরণীয় নৈতিক মূল্যবোধ বলে বিবেচিত হবে এবং এগুলো প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে তা গুরুত্বর অসদাচরণ হিসবে বিবেচিত হবে এবং নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ব্যক্তি ও মতাদর্শভেদে ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে এমন কোন আপেক্ষিক বিষয়কে 'গুরুতর অসদাচারণ' এর অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে বিশদ পর্যালোচনা এবং সুনির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন।
৯.	**পরিশিষ্ট-৪** **গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫** **ধারা-৮** উক্ত আদেশ এর আর্টিকেল ১১ এর প্রতিস্থাপন।– আর্টিকেল ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ আর্টিকেল ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে ১১। (১) নির্বাচনী তফসিলে প্রজ্ঞাপন হইতে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা ১০ (দশ) কার্যদিবস হইবে। (২) মনোনায়নপত্র দাখিল হইতে বাছাইপ্রক্রিয়া সম্পন্নের সময়সীমা ৭ (সাত) কার্যদিবস হইবে। (৩) প্রার্থীতা বাছাইয়ের পর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা ১০ (দশ) কার্যদিবস হইবে। (৪) প্রার্থিতা প্রত্যাহার হইতে ভোটগ্রহণের তারিখের মধ্যে সময় কমপক্ষে ২১ (একুশ) কার্যদিবস হইবে, কিন্তু প্রার্থীর প্রচারণার সময়সীমা সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস হইবে।	আইনের মূল অংশটি [১১ (১)সংসদ গঠনকল্পে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক নির্বাচন এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটারগণকে আহবান করিবেন] বাদ দিয়ে পদ্ধতিকে মূল আইনের প্রতিস্থাপক করা হয়েছে। আইনের মূল অংশটি থাকতে হবে।

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
১০.	**পরিশিষ্ট-৫** **নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ (সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ)** **নির্বাচন কমিশন সচিবালয়-** ৩ (৩) নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আইন প্রণয়নসহ সকল "ওভারসাইট" কার্যক্রম স্পীকার এর নেতৃত্বে (প্রস্তাবিত) সংসদীয় কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের সাথে আলোচনা না করিয়া সংসদীয় কমিটি প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না।	প্রস্তাবটি সংবিধানের ১১৮ (১) এবং ১১৮ (৪) অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় তা অপ্রয়োজনীয়।
১১.		**অপরাপর পর্যবেক্ষণ।** (ক) নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ সংবিধানের তফসিল অনুযায়ী শপথবদ্ধ। তাঁরা 'আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পদের কর্তব্য পালন', 'বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য', 'সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান' এবং 'ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে থেকে কাজ' করতে শপথ নিয়েছেন। এই মহৎ শপথ রক্ষায় সততা, একনিষ্ঠতা এবং নিরপেক্ষতাই হচ্ছে প্রধানতম গুণাবলী। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং ভাবমূর্তি বিবেচনায় মনোনীত নির্বাচন কমিশনাদের উপর আস্থা রাখা জরুরী। (খ) দেশের কোনো নাগরিকই আইনের উর্দ্ধে নন। কমিশনের সদস্যদের কেউ শপথ ভঙ্গ করলে বা অসদাচারণ করলে মেয়াদকালে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে এবং মেয়াদ পরবর্তী সময়ে দেশের প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। এখানে আলাদাভাবে কারাদণ্ডের মত বিধান রাখা এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করবে। তাছাড়া এই বিধান অপরাপর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না বলেই অনুমেয়। (গ) নির্বাচন কমিশন মনে করে যে, বিগত সময়ে বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য রাজনৈতিক অসততা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনীতিকরণই ছিল প্রধান কারণ। তাই সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বশর্তই হবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রতিষ্ঠান বিনির্মান। (ঘ) নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে থাকে। ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এ সব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব